তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৬৮৫

**লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক সচিব নরেন দাস এর মৃত্যুতে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ৬ শ্রাবণ (২১ জুলাই) :

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব নরেন দাস এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন পরিবেশ মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য, পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক, সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এবং পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম।

আজ পৃথক শোকবার্তায় তাঁরা প্রয়াতের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#

ফয়সল/রাহাত/রফিকুল/আব্বাস/২২২১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৬৮৪

**লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব নরেন দাসের পরলোকগমন**

ঢাকা, ৬ শ্রাবণ (২১ জুলাই) :

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের  লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব নরেন দাস (৫৬) পরলোকগমন করেছেন। তিনি আজ রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পরলোকগমন করেন। তিনি করোনা ভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়েছিলেন।

নরেন দাসের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক। আজ এক শোকাবার্তায় মন্ত্রী স্বগীয় আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

শোকাবার্তায় আইনমন্ত্রী বলেন, নরেন দাস ছিলেন একজন অত্যন্ত দক্ষ,  অভিজ্ঞ ও দায়িত্বশীল কর্মকর্তা। করোনা পরিস্থিতির মধ্যে তিনি নিজের  জীবন বাজি রেখে সরকারি দায়িত্ব  পালন করে গেছেন। দেশে করোনার প্রাদুর্ভাব শুরুর পর সাধারণ ছুটির মধ্যে ‘আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার  অধ্যাদেশ’ প্রণয়ন-সহ বেশ কয়েকটি অধ্যাদেশ ও বিধি-বিধান প্রণয়নে তাঁর অবদান ভুলবার নয়।

লেজিসলেটিভ সচিব নরেন দাসের  মৃত্যুতে আরো শোক জানিয়েছেন আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মোঃ গোলাম সারওয়ার।

উল্লেখ্য, জ্বর ও শ্বাস কষ্ট দেখা দেওয়ায়  লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব নরেন দাস স্ত্রী-সহ গত ৫ জুলাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন । গত  ৭ জুলাই সেখানে  তাঁদের করোনা পরীক্ষা করা হলে ফলাফল পজিটিভ আসে। এরপর থেকে সেখানেই চিকিৎসাধীন ছিলেন তাঁরা।

প্রয়াত লেজিসলেটিভ সচিবের মৃত্যুকালে স্ত্রী ও এক মেয়েসহ অনেক গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

#

রেজাউল/রাহাত/রফিকুল/আব্বাস/২১৩৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৬৮৩

**রাজধানীর জলাবদ্ধতা নিরসনে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নে বৈঠক ডেকেছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ শ্রাবণ (২১ জুলাই) :

রাজধানীতে জলাবদ্ধতা নিরসনে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে আগামীকাল জরুরি সভা ডেকেছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম।

মন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয়ে নিজ কক্ষে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে এ কথা জানান।

মন্ত্রী বলেন, সকল পক্ষের মতামত নিয়ে রাজধানী-সহ বিভিন্ন শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনে দীর্ঘমেয়াদী ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হবে। ঢাকা শহরের জলাবদ্ধতা নিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, উজান থেকে আসা পানির প্রবাহ বেশি থাকায় নদ-নদীর পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে ঢাকা নগরী থেকে স্লুইচ গেটের মাধ্যমে স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক উপায়ে পানি বের করা সম্ভব হচ্ছে না। এই গেটগুলো খুলে দিলে নগরী থেকে পানি বের না হয়ে নদ-নদীর পানি ঢাকা শহরে প্রবেশ করবে। এতে জলাবদ্ধতা আরো বাড়বে। তাই শুধু পাম্পিং করে পানি বের করতে হচ্ছে।

মন্ত্রী বলেন, নগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনে ঢাকা ওয়াসার তিনটি পাম্পিং স্টেশন থেকে ১৭ টি পানির পাম্প-সহ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অনেকগুলো পানির পাম্প দিয়ে শহর থেকে সেচের মাধ্যমে পানি বের করা হচ্ছে। অতিমাত্রায় বর্ষণের ফলে জমা পানির তুলনায় পাম্পের ক্ষমতা কম হওয়ায় নগরীর বিভিন্ন জায়গায় সাময়িক জলাবদ্ধতা তৈরি হয়েছে।

#

হায়দার/রাহাত/রফিকুল/আব্বাস/২১৩৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৬৮১

দেশের আকাশে জিলহজ মাসের চাঁদ দেখা যায়নি

**আগামী ১ আগস্ট শনিবার উদ্‌যাপিত হবে পবিত্র ঈদুল আজহা**

ঢাকা, ৬ শ্রাবণ (২১ জুলাই) :

বাংলাদেশের আকাশে আজ কোথাও ১৪৪১ হিজরি সনের পবিত্র জিলহজ মাসের চাঁদ দেখা যাওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়নি। ফলে আগামীকাল ২২ জুলাই বুধবার পবিত্র জিলকদ মাস ৩০ দিন পূর্ণ হবে । আগামী ২৩ জুলাই বৃহস্পতিবার থেকে পবিত্র জিলহজ মাস গণনা শুরু হবে । প্রেক্ষিতে, আগামী ১ আগস্ট শনিবার সারা দেশে পবিত্র ঈদুল আজহা পালিত হবে।

আজ সন্ধ্যায় বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ও জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সহ-সভাপতিমোঃনূরুলইসলাম।

সভায় ইসলামিকফাউন্ডেশনেরমহাপরিচালকআনিসমাহমুদ**,** ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মুঃ আঃ হামিদ জমাদ্দার**,** তথ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব এস এম মাহফুজুল হক**,** ঢাকাজেলারএডিসি(সাধারণ)মোঃ ইলিয়াস মেহেদী**,** ওয়াকফ উপ-প্রশাসক মোঃ আবদুল কুদ্দুছ, বাংলাদেশটেলিভিশনেরপরিচালক (প্রশাসন)মুহা**.** নেছারউদ্দিন জুয়েল**,** বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠানের পিএসওআবুমোহাম্মদ**,** বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ ড. মোঃ আবদুল মান্নান**,** সরকারি আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মোঃ আলমগীর রহমান, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ মিজানুর রহমান**,** চকবাজার শাহী জামে মসজিদের খতিব মাওলানা শেখ নাঈম রেজওয়ান ও লালবাগ শাহী জামে মসজিদের খতিব মুফতি মুহাম্মদ নেয়ামতুল্লাহ-সহ দেশের বিশিষ্ট আলেম-ওলামাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

শারমিন/রাহাত/রফিকুল/আব্বাস/২১৩৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৬৮২

**সুনির্দিষ্ট  প্যাটার্নের ইকোনমি সিনেপ্লেক্স নির্মাণের  তাগিদ দিলেন শিল্পমন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ শ্রাবণ (২১ জুলাই) :

সাধারণ মানুষের আর্থিক ক্ষমতা  বিবেচনায় রেখে  জেলা শহর ও মফস্বলের জন্য সুনির্দিষ্ট প্যাটার্নের ইকোনমি সিনেপ্লেক্স নির্মাণের তাগিদ দিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন ।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রযোজক-পরিবেশক সমিতির নেতাদের সাথে বৈঠককালে শিল্পমন্ত্রী আজ এ তাগিদ দেন। রাজধানীর মিন্টুরোডে শিল্পমন্ত্রীর  সরকারি বাসভবনে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

মন্ত্রী বলেন,  ‘বাঙালি সংস্কৃতির গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য ও গ্রাম পর্যায়ে নির্মল বিনোদনের ধারা অব্যাহত রাখতে সিনেমা হল প্রয়োজন। সুস্থ ধারার চলচ্চিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে যুবসমাজকে মাদক, জুয়া, সন্ত্রাস, অনৈতিক কর্মকাণ্ড ও জঙ্গিবাদের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত রাখা সম্ভব। তিনি  শহরের জন্য একই প্যাটার্নের এবং মফস্বলের জন্য একই মডেলের লো কস্ট স্টিল স্ট্রাকচার সিনেপ্লেক্স নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করতে সমিতির নেতাদের পরামর্শ দেন। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারের পক্ষ থেকে সাধ্যমত সহযোগিতা করা হবে বলে তিনি জানান। মন্ত্রী এ সময় সুস্থ ও পরিশীলিত সমাজ বিনির্মাণে এই শিল্পের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রযোজক-পরিবেশক সমিতির সভাপতি খোরশেদ আলম খসরু, সিনিয়র   
সহ-সভাপতি কামাল মোহাম্মদ কিবরিয় লিপু, সহ-সাধারণ সম্পাদক আলিমুল্লাহ খোকন, কোষাধ্যক্ষ মেহেদী হাসান সিদ্দিকী (মনির), সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোরশেদ খান হিমেল, আন্তর্জাতিক সম্পাদক ইলা জাহান নদী এবং সদস্য জাহিদ হোসেন ও রশিদুল আমিন (হলি) বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ।

#

জলিল/রাহাত/রফিকুল/আব্বাস/২১৪২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৬৮০

**৬০ দিনের নোটিশ মেয়াদের মজুরি পাচ্ছেন পাটকল শ্রমিকগণ**

ঢাকা, ৬ শ্রাবণ (২১ জুলাই) :

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বন্ধ ঘোষিত পাটকলসমূহের শ্রমিকদের জুন মাসের এক সপ্তাহের বকেয়া মজুরি ও ৬০ দিনের নোটিশ মেয়াদের মজুরি এবং অপরিশোধিত নববর্ষ ভাতা পরিশোধের নিমিত্ত আশি কোটি উনআশি লাখ টাকার  বরাদ্দ দিয়েছে সরকার। বরাদ্দকৃত এ অর্থ শ্রমিকদের নিজ নিজ অ্যাকাউন্টে চেকের মাধ্যমে দেওয়া হবে।

অর্থ বিভাগের  ২০২০-২১ অর্থ বছরের বাজেটের 'পরিচালন ঋণ' খাত হতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন (বিজেএমসি) এর অনুকূলে এ বরাদ্দ প্রদান করা হলো।

বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে শ্রমিকদের জুন এক সপ্তাহের বকেয়া মজুরি বাবদ দশ কোটি ঊনআশি লাখ টাকা ও ৬০ দিনের নোটিশ মেয়াদের মজুরি বাবদ বাকি টাকা পরিশোধ করা হবে। তবে, ৬০ দিনের নোটিশ মেয়াদের মজুরি বাবদ বরাদ্দকৃত টাকা শ্রমিকদের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে বরাদ্দ করা হবে । এছাড়া উদ্বৃত্ত অর্থ বন্ধ ঘোষিত মিলসমূহের শ্রমিকদের গ্র্যাচুইটি ও পিএফ এর সাথে সমন্বয়যোগ্য হবে ।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২০ জুলাই স্বাক্ষরিত চিঠিতে আরো জানানো হয়, বরাদ্দ দেওয়া অর্থ বর্ণিত খাত ব্যতীত অন্য কোনো খাতে ব্যয় করা যাবে না। বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ে সরকারের বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে। বিধি বহির্ভূতভাবে কোনো অর্থ পরিশোধ করা হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা দায়ি থাকবেন।

#

সৈকত/রাহাত/রফিকুল/আব্বাস/২১১৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৬৭৯

**১১৩৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬টি প্রকল্প একনেকে অনুমোদন**

ঢাকা, ৬ শ্রাবণ (২১ জুলাই) :

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) প্রায় ১ হাজার ১৩৬ কোটি ৮৪ লাখ টাকা ব্যয় সংবলিত ৬টি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে জিওবি ১ হাজার ২৮ কোটি ৫১ লাখ টাকা এবং বৈদেশিক অর্থায়ন (ঋণ ও গ্রান্ট) ১০৮ কোটি ৩০ লাখ টাকা।

প্রধানমন্ত্রী এবং একনেকের চেয়ারপার্সন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে শেরেবাংলা নগরে এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সভায় অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ হলো- গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ‘খুলনা শিপইয়ার্ড সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)’ প্রকল্প; সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের ‘লাঙ্গলবন্দ-কাইকারটেক-নবীগঞ্জ জেলা মহাসড়কের লাঙ্গলবন্দ হতে মিনার বাড়ী পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ (জেড-১০৬১) (ভূমি অধিগ্রহণ) (১ম সংশোধিত)’ প্রকল্প; পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ৩টি প্রকল্প যথাক্রমে ‘কুমিল্লা জেলার তিতাস ও হোমনা উপজেলায় তিতাস নদী (লোয়ার তিতাস) পুনঃখনন প্রকল্প’; ‘গাইবান্ধা জেলার সদর ও সুন্দরগঞ্জ উপজেলার গোঘাট ও খানাবাড়ী-সহ পার্শ্ববর্তী এলাকা যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙন হতে রক্ষা’ প্রকল্প; ‘চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (বাপাউবো অংশ)’ প্রকল্প এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের ‘বৃহত্তম ময়মনসিংহ অঞ্চলের ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ’ প্রকল্প।

#

শাহেদ/রাহাত/রফিকুল/আব্বাস/২১০৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৬৭৭

**বর্তমান সরকারের আমলে কেউ পিছনে পড়ে থাকবে না**

**---পরিবেশ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ শ্রাবণ (২১ জুলাই) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, বর্তমান সরকারের আমলে কেউ পিছনে পড়ে থাকবে না। সবাই যাতে সামনে এগিয়ে আসতে পারে তার নিরন্তর চেষ্টা করে চলেছে সরকার। সবাইকে সাথে নিয়েই  '২১ সালের মধ্যে দেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং '৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশে পরিণত করা হবে।

মন্ত্রী আজ মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলার ফুলতলা ইউনিয়নের রাজকী চা বাগান ও ডাকটিলা বিজিবি ক্যাম্প এলাকায় ২৬ কিলোমিটার ৩১৫ কেভিএ বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন অনলাইনে উদ্বোধনকালে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, এ এলাকার মানুষ অন্ধকারে ছিলো। এখন বিদ্যুতের আলোয় নিজেরা আলোকিত হবে এবং সন্তানদের শিক্ষাগ্রহণের সু্যোগ দিয়ে শিক্ষার আলোয় আলোকিত হবে। বিদ্যুতের অপচয় রোধ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, বিদ্যুতের সঠিক ব্যবহার করলে আমরা সবাই উপকৃত হবো। তিনি বলেন, এলাকার অসমাপ্ত রাস্তা দ্রুত পাকা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ সময় করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে সবাইকে হাত ধোয়া, মাস্ক পরিধান-সহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানান তিনি।

সঞ্চালন লাইন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মৌলভীবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সভাপতি রঞ্জিত কুমার পাল, ডিজিএম (টেকনিক্যাল) মোঃ খালেদুল ইসলাম, বড়লেখা পল্লী বিদ্যুত সমিতির ডিজিএম মোঃ এমাজউদ্দীন সরদার, ফুলতলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ মাসুক আহমদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

#

দীপংকর/রাহাত/রফিকুল/আব্বাস/২০৩৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৬৭৬

**বন্যা-দুর্যোগ মোকাবিলায় নিজেদের চেহারাটা আয়নায় দেখুন**

**---বিএনপিকে তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ শ্রাবণ (২১ জুলাই) :

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বিএনপি'র উদ্দেশে বলেছেন, ‘বন্যা-দুর্যোগ মোকাবিলায় নিজেরা কি করেছেন, সেই চেহারাটা ভালোভাবে আয়নায় দেখুন। শুধু  সিদ্ধান্তের অভাবে তাদের আমলে ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে লাখ লাখ প্রাণ ও বিপুল সম্পদহানি-সহ বিমান বাহিনীর এক ডজনেরও বেশি বিমান চট্টগ্রাম বিমানবন্দর থেকে  না সরানোর কারণে ধ্বংস হয়েছে।’

আজ রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সাংবাদিকরা সরকারের বন্যা মোকাবিলার বিষয়ে বিএনপি নেতা রুহুল কবির রিজভীর বিরূপ মন্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তথ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

ড. হাছান বলেন, ‘১৯৯১'র ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় আড়াই থেকে তিন লাখ মানুষের মৃত্যুর পরও সংসদে দাঁড়িয়ে বেগম খালেদা জিয়া নির্লজ্জের মতো বলেছিলেন- ‘‘যত মানুষ মারা যাওয়ার কথা, তত মারা যায়নি’’। পরিবার ও নেত্রী গুরুজনদের শ্রদ্ধা করতে শিখিয়েছেন, সে কারণে লজ্জায় বলতে না চাইলেও এটা সত্যি যে, লাশের গন্ধ বাতাসে ভাসা সেই সময়ে একজন বিদেশি অতিথির আগমণে একদিনে বেগম জিয়ার সাতবার শাড়ি বদলের ঘটনা জনগণ ভোলেনি।’

অপরদিকে ১৯৯৮ সালের বন্যা প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, ‘৯৮ এর বন্যায় দেশের প্রায় শতকরা পঁচাত্তর ভাগ এলাকা প্লাবিত হয়েছিল, বিবিসি ও অন্যান্য দেশি-বিদেশি গণমাধ্যম লাখ লাখ মানুষের অনাহারে মৃত্যুর আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল। জননেত্রী শেখ হাসিনা তখন প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশ পরিচালনা করছিলেন। সব শঙ্কা-আশঙ্কা ভুল প্রমাণ করে  তিনি অত্যন্ত সফলভাবে সেই বন্যা মোকাবিলা করেছেন এবং অনাহারে  কেউ মারা যায়নি।’

গত ক'দিনের টানা বৃষ্টিতে রাজধানীর অবস্থা নিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, বেশি বৃষ্টিতে ঢাকা শহরের জলাবদ্ধতা আগের চেয়ে কমে এসেছে এবং এর পূর্ণ নিরসনে ওয়াসা গত বছর থেকে ১০০ কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে যার সমাপ্তিতে এই সমস্যা থাকবে না।

#

আকরাম/রাহাত/রফিকুল/আব্বাস/১৮২৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৬৭৮

**ওআইসি ইয়ুথ ক্যাপিটাল ২০২০ উদ্বোধন আগামী ২৭ জুলাই**

ঢাকা, ৬ শ্রাবণ (২১ জুলাই) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী ২৭ জুলাই বিকাল ৪টায় OIC youth capital ২০২০ এর উদ্বোধন করবেন বলে জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল।

প্রতিমন্ত্রী আজ সচিবালয়ে OIC Youth  Capital- 2020 International Programme    উদ্‌যাপন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যবস্হাপনা কমিটির সভায় সভাপতির বক্তব্যে এ কথা জানান। ভার্চুয়াল এ আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায়  যুব ও ক্রীড়া সচিব, তথ্যসচিব,  ধর্ম সচিব,  সংস্কৃতি সচিব এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ও সংস্হার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

জাহিদ আহসান বলেন,  প্রধানমন্ত্রীর সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকা এ বছর ওআইসি যুব রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এ আয়োজনের মাধ্যমে বিশ্বে আমাদের যুবসমাজের অমিত সম্ভাবনা তুলে ধরা হবে।  এছাড়া রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে বাংলাদেশ সরকার যে মানবিক সহায়তা করছে সেটিও বিশ্ববাসীর কাছে উপস্থাপন করা হবে।

এ আয়োজনে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও আপষহীন সংগ্রামের গৌরবময় ইতিহাস বিশ্বের যুব সম্প্রদায়কে জানানোর তাগিদে ‘বঙ্গবন্ধু গ্লোবাল ইয়ুথ লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড’ প্রদান করা হবে। এছাড়া বছরব্যাপী গৃহীত অন্যান্য কর্মসূচিগুলো হলো- কোরান তিলাওয়াত প্রতিযোগিতা; ফিল্ম ফেস্টিভাল; চিত্রকলা প্রদর্শনী; বিতর্ক প্রতিযোগিতা; স্কাউট ক্যাম্প; এন্টাপ্রেনিউরশিপ, স্কিল ও এমপ্লয়মেন্ট ক্যাম্প এবং কুইজ প্রতিযোগিতা।

উল্লেখ্য, বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাসের কারণে ওআইসি ইয়ুথ ক্যাপিটাল অনুষ্ঠানটি এবার ভার্চুয়াল ভাবে অনুষ্ঠিত হবে। এই যুব সম্মেলনের অন্যতম উদ্দেশ্য হবে মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত ও অত্যাচারিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিষয়ে বিশ্বব্যাপী যুব সম্প্রদায়কে সচেতন করা, মিয়ানমারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মিয়ানমারে সম্মানজনক ও নিরাপদ প্রত্যাবাসন নিশ্চিতকরণে বিশ্বব্যাপী জনমত গড়ে তোলা।

#

আরিফ/রাহাত/রফিকুল/আব্বাস/২১২৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৬৭৫

**মাস্ক ব্যবহার সংক্রান্ত পরিপত্র জারি করেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়**

ঢাকা, ৬ শ্রাবণ (২১ জুলাই) :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ আজ মাস্ক ব্যবহার সংক্রান্ত এক পরিপত্র জারি করেছে। সকলের মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে পরিপত্রে নিম্নলিখিত নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে:

* সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি অফিসে কর্মরত কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট অফিসে আগত সেবা গ্রহীতাগণ বাধ্যতামূলকভাবে মাস্ক ব্যবহার করবেন। সংশ্লিষ্ট অফিস কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।
* সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল-সহ সকল স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে আগত সেবা গ্রহীতাগণ আবশ্যিকভাবে মাস্ক ব্যবহার করবেন। সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।
* শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মন্দির ও গীর্জা-সহ সকল ধর্মীয় উপাসনালয়ে মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। স্থানীয় প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট পরিচালনা কমিটি বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।
* শপিংমল, বিপণিবিতান ও দোকানের ক্রেতা-বিক্রেতাগণ আবশ্যিকভাবে মাস্ক ব্যবহার করবেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও মার্কেট ব্যবস্থাপনা কমিটি বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।
* হাট-বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতাগণ মাস্ক ব্যবহার করবেন। মাস্ক পরিধান ব্যতীত ক্রেতা-বিক্রেতাগণ কোনো পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করবেন না। স্থানীয় প্রশাসন ও হাট-বাজার কমিটি বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।
* গণপরিবহণের (সড়ক, নৌ, রেল, আকাশপথ) চালক, চালকের সহকারী ও যাত্রীদের মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। গণপরিবহণে আরোহণের পূর্বে যাত্রীদের মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও মালিক সমিতি বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।
* গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি-সহ সকল শিল্প কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও মালিকগণ বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।
* হকার, রিক্সা ও ভ্যানচালক-সহ সকল পথচারীর মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। বিষয়টি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিশ্চিত করবেন।
* হোটেল ও রেস্টুরেন্টে কর্মরত ব্যক্তি এবং জনসমাবেশ চলাকালীন আবশ্যিকভাবে মাস্ক পরিধান করবেন। বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট মালিক সমিতি নিশ্চিত করবেন।
* সকল প্রকার সামাজিক অনুষ্ঠানে আগত ব্যক্তিদের মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করতে হবে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান নিশ্চিত করবেন।
* বাড়িতে করোনা উপসর্গ-সহ কোনো রোগী থাকলে পরিবারের সুস্থ সদস্যগণ মাস্ক ব্যবহার করবেন।

#

ওসমানী/রাহাত/রফিকুল/আব্বাস/২০৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৬৭১

**ভার্চুয়াল শুনানির মাধ্যমে ভূমি আপিল বোর্ডের**

**মামলা পরিচালনার সক্ষমতা যাচাইয়ের নির্দেশ ভূমিমন্ত্রীর**

ঢাকা, ৬ শ্রাবণ (২১ জুলাই) :

ভূমি আপিল বোর্ডের মামলা ভার্চুয়াল শুনানির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার সক্ষমতা যাচাইয়ের নির্দেশ দিয়েছেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী। বর্তমান করোনা মহামারি পরিস্থিতিতে ভূমি সেবা প্রদান করার জন্য ও ভবিষ্যৎ সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তিনি ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যানকে এ নির্দেশনা প্রদান করেন।

মন্ত্রী আজ ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সরকারের কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় ভূমি মন্ত্রণালয় সঙ্গে এর আওতাধীন দপ্তর-সংস্থার ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এ নির্দেশনা দেন।

মন্ত্রী বলেন, ভূমি মন্ত্রণালয়ের ইউনাইটেড নেশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড ২০২০ অর্জনের জন্য জাতীয় সংসদে ভূমি মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা আমাদের জন্য বড় পাওয়া। আমাদের কাছে জাতির এখন অনেক আশা। আমরা যেন স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সাথে আরো ভালোভাবে কাজ করে আমাদের এ অর্জন ধরে রাখতে পারি সে জন্য আমাদের চেষ্টা করে যেতে হবে। মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর-সংস্থার প্রধানদের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী লক্ষ্য পূরণের সর্বোচ্চ চেষ্টা করার অনুরোধ জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, এ বছরের ভালো কর্মকাণ্ডের একটি সুন্দর প্রতিচ্ছবি যেন আগামী বছর আমরা দেখতে পাই।

অনুষ্ঠানে ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান বেগম উম্মুল হাছনা, ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ ইয়াকুব আলী পাটোয়ারী, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ তসলীমুল ইসলাম, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালক মোঃ আব্দুল হাই ও হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) মোঃ মশিউর রহমান নিজ নিজ দপ্তর-সংস্থার পক্ষে এপিএ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। অপরপক্ষে, ভূমি সচিব ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে স্বাক্ষর করেন।

ভূমি সচিব এ সময় দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

#

নাহিয়ান/রাহাত/রফিকুল/আব্বাস/১৮২৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৬৭৩

**উন্নত বিশ্বের সাথে সমন্বয় করে বিদ্যুৎ খাতের**

**মানবসম্পদের উন্নয়ন করতে হবে**

**---বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ শ্রাবণ (২১ জুলাই) :

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, উন্নত বিশ্বের সাথে সমন্বয় করে বিদ্যুৎ খাতের মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। মুজিব বর্ষে দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হলেও তা আরো বাড়ানো প্রয়োজন । প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের পেশাগত দক্ষতা প্রতিনিয়ত বাড়িয়ে গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ অনলাইনে বিদ্যুৎ খাতে বিদ্যমান মানবসম্পদ মূল্যায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ে আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কেপিএমজি প্রদত্ত প্রতিবেদনের ওপর আলোচনাকালে এসব কথা বলেন। বিদ্যুৎ খাতের ১৪ টি প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানির বিভিন্ন তথ্য নিয়ে কেপিএমজি এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করে ।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, কর্মকালীন প্রশিক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোনো প্রতিষ্ঠানে কী ধরনের প্রশিক্ষণ লাগে বা কাজের ধরন অনুসারে কোন যোগ্যতা সম্পন্ন লোক লাগবে বা টেকনিক্যাল-ননটেকনিক্যাল জনবলের অনুপাত কী হবে তা সেই প্রতিষ্ঠানকেই নির্ধারণ করতে হবে । ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশ চিন্তা করে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এখনই নিতে হবে । সিমেন্স, জিই বা এবিবি-এর মত প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ খাতে কাজ করছে, প্রশিক্ষণে তাদের সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে বলেও তিনি জানান। এ সময় তিনি সারা বছর কোন সংস্থা কীভাবে গ্রাহকসেবা বৃদ্ধি করবে তার সুনির্দিষ্ট কৌশলপত্র প্রণয়ন করার আহ্বান জানান ।

ভার্চুয়াল এই সভায় অন্যান্যের মাঝে বিদ্যুৎ সচিব ড. সুলতান আহমেদ, পিডিবি’র চেয়ারম্যান মোঃ বেলায়েত হোসেন, আরইবি’র চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মঈন উদ্দিন (অবঃ) ও পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক মোহাম্মদ হোসেন-সহ কোম্পানিগুলোর ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ সংযুক্ত ছিলেন।

#

আসলাম/রাহাত/রফিকুল/আব্বাস/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৬৭০

**দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে ৬০টি রেসকিউ বোট সরবরাহ করবে নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড**

ঢাকা, ৬ শ্রাবণ (২১ জুলাই) :

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লি. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে ৬০ টি মাল্টিপারপাস অ্যাক্সিসিবল রেসকিউ বোট সরবরাহ করবে । প্রতিবছর ২০টি করে তিন বছরে ৬০টি বোট সরবরাহ করা হবে । প্রতিটি বোট নির্মাণে খরচ হবে ৪৫ লাখ টাকা ।

আজ ঢাকায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ডের মধ্যে এই বিষয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ।

এ সময় ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী বলেন, রেসকিউ বোটসমূহ বন্যা কবলিত এলাকার মানুষ, গৃহপালিত পশু পাখি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রে স্থানান্তরের কাজে ব্যবহার করা হবে । নারী, শিশু এবং প্রতিবন্ধীদেরকে নিরাপদে উদ্ধার ও স্থানান্তর কাজ পরিচালনায় রেসকিউ বোটে বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে । প্রতিটি বোটে একটি ফার্স্ট এইড বক্স, একটি হুইল চেয়ার, একটি স্ট্রেচার, একটি ওয়াকিং ফ্রেম, দুইটি আলাদা টয়লেট থাকবে যার একটি সবার জন্য উন্মুক্ত এবং অন্য একটি সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ব্যবহার করা যাবে। প্রতিটি বোটে ৮০ জন যাত্রী ছাড়াও গৃহপালিত পশুপাখি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বহন করা যাবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের পক্ষে মহাপরিচালক আতিকুল হক এবং নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ডের পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমোডোর আকতার হোসেন চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন । চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ক্যাপ্টেন (অব.) এবি তাজুল ইসলাম ও সদস্য মোঃ মজিবুর রহমান চৌধুরী নিক্সন এবং মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীন উপস্থিত ছিলেন ।

#

সেলিম/রাহাত/রফিকুল/আব্বাস/১৮৮৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৬৭৪

**`¶ Rbkw³ ˆZwi I ißvwbcY¨ eûgyLxKi‡Y †UK‡bvjwR †m›Uvi ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv ivL‡e**

**-- evwYR¨gš¿x**

ঢাকা, ৬ শ্রাবণ (২১ জুলাই) :

evwYR¨gš¿x wUcy gybwk e‡j‡Qb, ‡UK‡bvjwR †m›Uvi ¯’vc‡bi gva¨‡g evsjv‡`k Av‡iv GKavc GwM‡q †Mj| GLv‡b g¨vbyd¨vKPvwis Lv‡Zi AvaywbKvqb, AZ¨vaywbK cÖhyw³ mieivn, wWRvBb ˆZwi I D™¢ve‡b mnvqZv, DrKl©Zv e„w× Ges `ÿ Kg©x ˆZwi Kiv m¤¢e n‡e| †`‡k `ÿ Rbkw³ ˆZwi Ges ißvwbc‡Y¨i eûgyLxKi‡Y G †UK‡bvjwR †m›Uvi ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv ivL‡e|

gš¿x AvR evwYR¨ gš¿Yvj‡qi G·‡cvU© K‡¤ú‡UwUf‡bm di Rem Bwm‡dvi‡R cÖK‡íi AvIZvq PÆMÖv‡gi wgimivB B‡KvbwgK †Rv‡b e½eÜz †kL gywRe wkí bM‡i †eRvi 10 GKi Rwgi Dci Ges MvRxcy‡ii Kvwjqv‰K‡i e½eÜz nvB-‡UK cv‡K©i 4 GKi Rwgi Dci `yÕwU †UK‡bvjwR †m›Uvi M‡o †Zvjvi Rb¨ AbjvBb cø¨vUd‡g© Rwg wjR msµvšÍ Pzw³ ¯^vÿi Abyôv‡b cÖavb AwZw\_i e³…Zvq Gme K\_v e‡jb|

gš¿x e‡jb, cÖwZ‡hvwMZvg~jK wek^ evwY‡R¨ wU‡K \_vK‡Z n‡j `ÿZvi mv‡\_ GwM‡q †h‡Z n‡e| G Kvi‡Y `ÿKg©x ˆZwi Ges ißvwb eûgyLxKi‡Y miKvi e¨vcK Kvh©µg nv‡Z wb‡q‡Q| wek^ cÖwZ‡hvwMZvg~jK evRv‡i †µZvi Pvwn`v bZzb bZzb c‡Y¨i w`‡K, `ªæZ cwieZ©bkxj evRvi `Lj Ki‡Z Aí mg‡qi g‡a¨ gvbm¤úbœ cY¨ mieivn Kiv Riæwi|

Abyôv‡bi we‡kl AwZw\_ cÖavbgš¿xi †emiKvwi wkí Ges wewb‡qvM welqK Dc‡`óv mvjgvb Gd. ingvb e‡jb, †UK‡bvjwR †m›Uvi ¯’vc‡bi gva¨‡g bZzb hy‡Mi m~Pbv n‡jv| GLv‡b A‡bK `ÿ Kg©x M‡o †Zvjv m¤¢e n‡e Ges Kg©ms¯’vb m„wó n‡e| ißvwb cY¨ eûgyLxKi‡Y G †m±i eo f~wgKv ivL‡Z mÿg n‡e Ges ißvwb evo‡e|

we‡kl AwZw\_ Z\_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ cÖwZgš¿x RybvB` Avn‡g` cjK e‡jb, nvB‡UK cvK© wewb‡qv‡Mi Rb¨ AvKl©Yxq n‡q D‡V‡Q| †`k-we‡`‡ki wewb‡qvMKvixMY GwM‡q G‡m‡Qb| Z\_¨ cÖhyw³ LvZ †`‡ki Rb¨ LyeB m¤¢vebvgq|

Rwg wj‡Ri Pyw³‡Z ¯^vÿi K‡ib evsjv‡`k A\_©‰bwZK AÂj KZ©„cÿ (‡eRv)-Gi wbe©vnx m`m¨ (AwZwi³ mwPe) Avãyj gvbœvb, Aci Pzw³‡Z ¯^vÿi K‡ib evsjv‡`k nvB‡UK cvK© KZ©„c‡ÿi cwiPvjK (hyM¥ mwPe) ‡gvt mwdKzj Bmjvg| Pzw³ `yÕwU‡Z gš¿Yvj‡qi c‡ÿ ¯^vÿi K‡ib G·‡cvU© K‡¤ú‡UwUf‡bm di Rem Bwm‡dvi‡R cÖK‡íi cÖKí cwiPvjK(AwZwi³ mwPe) ‡gvt Ievq`yj AvRg|

#

বকসী/রাহাত/রফিকুল/আব্বাস/১৯০৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৬৬৯

**ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইনে অন্তর্ভুক্ত হলো বিসিক**

ঢাকা, ৬ শ্রাবণ (২১ জুলাই) :

**†UK‡bvjwR †m›Uvi wbg©vY Pzw³ ¯^vÿi Abyôv‡b evwYR¨gš¿x**

**`ÿKg©x ˆZix Ges ißvwb eûg~LxKi‡Y miKvi**

**e¨vcK Kvh©µg nv‡Z wb‡q‡Q**

XvKvt 06 kÖveY (21 RyjvB,2020)

evwYR¨gš¿x wUcy gybwk,Ggwc e‡j‡Qb, ‡UK‡bviwR †m›Uvi ¯’vc‡bi gva¨‡g evsjv‡`k AviI GKavc GwM‡q †Mj| GLv‡b g¨vby¨d¨KPvwis Lv‡Zi AvaywbKvqb, AZ¨vaywbK cÖhyw³ mieivn, wWRvBb ˆZix I D™¢ve‡b mnvqZv, DrKl©Zv e„w× Ges `ÿ Kg©x ˆZix Kiv m¤¢e n‡e| ‡`‡ki lô I mßg cÂevwl©Kx cwiKíbv Ges wfkb 2041 Gi Av‡jv‡K ißvwb bxwZ‡Z cY¨ eûg~Lx Ki‡Yi Dci ¸iæZ¡ Av‡ivc Kiv n‡q‡Q| `ÿKg©x ˆZix Ges ißvwb eûg~LxKi‡Y miKvi e¨vcK Kvh©µg nv‡Z wb‡q‡Q| evwYR¨gš¿x e‡jb, evsjv‡`k GwM‡q hv‡”Q, 2041 mv‡j evsjv‡`k DbœZ †`‡k cwibZ n‡e| †`‡k `ÿ Rbkw³ ˆZix Ges ißvwbc‡Y¨i eûg~Lx Ki‡b G †UK‡bvjwR †m›Uvi ¸iæZ¡c~Y© fywgKv ivL‡e|

evwYR¨gš¿x AvR (21 RyjvB) evwYR¨ gš¿Yvj‡qi G·‡cvU© K‡¤ú‡UwUf‡bm di Rem Bwm‡dvi‡R cÖK‡íi AvIZvq PUªMÖv‡gi wgimivB B‡KvbwgK †Rv‡b e½eÜz †kL gywRe wkí bM‡i †eRvi 10 GKi Rwgi Dci Ges MvRxcy‡ii Kvwjqv‰K‡i e½eÜz nvB-‡UK cvK©-G 4 GKi Rwgi Dci `yÕwU †UK‡bvjwR †m›Uvi M‡o †Zvjvi Rb¨ Ryg cøvUd‡g© Rwg wjR Pzw³ ¯^vÿi Abyôv‡b cÖavb AwZw\_i e³…Zvq Gme K\_v e‡jb|

evwYR¨gš¿x e‡jb, Pvgov Avgv‡`i GKwU eo m¤¢vebvgq ißvwb LvZ| G Lv‡Zi cY¨ wek^evRv‡i †ek Pvwn`v i‡q‡Q| GLv‡b cÖhyw³Ávb AR©b K‡i †`‡ki Pvgov wkí‡K GwM‡q †bqv m¤¢e n‡e| cÖwZ‡hvwMZvg~jK wek^ evwY‡R¨ wU‡K \_vK‡Z n‡j `ÿZvi mv‡\_ GwM‡q †h‡Z n‡e| wek^cÖwZ‡hvwMZvg~jK evRv‡i †µZvi Pvwn`v bZzb bZzb c‡Y¨i w`‡K, `ªæZ cwieZ©bkxj evRvi `Lj Ki‡Z Aí mg‡qi g‡a¨ gvb m¤úbœ cY¨ mieivn Kiv Riæwi| e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi ¯^‡cœi †mvbvi evsjv Mo‡Z cÖavbgš¿x †kL nvwmbvi †bZ…‡Z¡ Avgiv KvR K‡i hvw”Q|

Abyôv‡bi we‡kl AwZw\_ cÖavbgš¿xi †emiKvwi wkí Ges wewb‡qvM welqK Dc‡`óv mvgjgvb Gd. ingvb,Ggwc e‡jb, †UK‡bvjwR †m›Uvi ¯’vc‡bi gva¨‡g bZzb hy‡Mi m~Pbv n‡jv| GLv‡b A‡bK `ÿ Kg©x M‡o †Zvjv m¤¢e n‡e Ges Kg©ms¯’vb m„wó n‡e| ißvwb cY¨ eûg~Lx Ki‡b G †m±i eo f~wgKv ivL‡Z mÿg n‡e Ges ißvwb evo‡e| Pjgvb cwiw¯’wZ‡Z we‡k^i A\_©‰bwZK msK‡Ui mg‡qI evsjv‡`k †\_‡g †bB| evsjv‡`k GwM‡q hv‡”Q|

Abyôv‡bi Aci we‡kl AwZw\_ Z\_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ wefv‡Mi cÖwZgš¿x RybvB` Avn‡g` cjK,Ggwc e‡jb, mviv we‡k^ AvR A\_©‰bwZK g›`v Pj‡Q| Gi gv‡SI evsjv‡`k A\_©bxwZ mPj ivLvi cÖ‡Póv Pvwj‡q hv‡”Q| nvB‡UK cvK© wewb‡qv‡Mi Rb¨ AvKk©bxq n‡q D‡V‡Q| †`k-we‡`‡ki wewb‡qvMKvixMY GwM‡q G‡m‡Qb| Z\_¨ cÖhyw³ LvZ †`‡ki Rb¨ LyeB m¤¢vebvgq|

D‡jøL¨,evwYR¨ gš¿Yvj‡qi G·‡cvU© K‡¤ú‡UwUf‡bm di Rem Bwm‡dvi‡R cÖK‡íi AvIZvq `yBwU †UK‡bvjwR †m›Uvi M‡o †Zvjvi Rb¨ PUªMÖv‡gi wg‡ii mivB B‡KvbwgK †Rv‡b e½eÜz †kL gywRe wkí bM‡i †eRvi 10 GKi Rwgi Dci Ges AciwU n‡e MvRxcy‡ii Kvwjqv‰K‡ii e½eÜz nvB-‡UKcvK©-G 4 GKi Rwgi Dci| Pyw³‡Z ¯^vÿi K‡ib evsjv‡`k A\_©‰bwZK AÂj KZ©„c‡ÿi(‡eRv) wbe©vnx m`m¨(AwZwi³ mwPe) Avãyj gvbœvb, Aci Pzw³‡Z ¯^vÿi K‡ib evsjv‡`k nvB‡UK cvK© KZ©„c‡ÿi cwiPvjK(hyM¥ mwPe) ‡gv. mwdKzj Bmjvg| Pzw³ `yÕwU‡Z evwYR¨ gš¿Yvj‡qi G·‡cvU© K‡¤ú‡UwUf‡bm di Rem Bwm‡dvi‡R cÖK‡íi cÖKí cwiPvjK(AwZwi³ mwPe) ‡gv. Ievq`yj AvRg|

evwYR¨ mwPe W. †gv. Rvdi DÏx‡bi mfvcwZ‡Z¡ Abyôv‡b we‡kl AwZw\_ wn‡m‡e e³e¨ iv‡Lb cÖavbgš¿xi †emiKvwi wkí Ges wewb‡qvM welqK Dc‡`óv mvjgvb Gd. ingvb,Ggwc Ges Z\_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ wefv‡Mi cÖwZgš¿x RybvB` Avn‡g` cjK,Ggwc| Ab¨v‡b¨i g‡a¨ Abyôv‡b e³e¨ iv‡Lb- evsjv‡`k A\_©‰bwZK AÂj KZ©„c‡ÿi(‡eRv) wbe©vnx †Pqvig¨vb ceb †PŠayix, evsjv‡`k nvB‡UK cvK© KZ©„c‡ÿi e¨e¯’vcbv cwiPvjK(mwPe) †nvm‡b Aviv †eMg, evwYR¨ gš¿Yvj‡qi G·‡cvU© K‡¤ú‡UwUf‡bm di Rem Bwm‡dvi‡R cÖK‡íi cÖKí cwiPvjK(AwZwi³ mwPe) ‡gv. Ievq`yj AvRg Ges wek^e¨vsK MÖæ‡ci cÖwZwbwa ‡nvm‡b Aviv †di‡`Šm mywg|

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৬৬৯

**ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইনে অন্তর্ভুক্ত হলো বিসিক**

ঢাকা, ৬ শ্রাবণ (২১ জুলাই) :

দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনকে ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন, ২০১৮ এর অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। আইনটির 'ক' তফসিলে বিসিককে অন্তর্ভুক্ত করে ১৯ জুলাই (রোববার) প্রজ্ঞাপন জারি করেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা), বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা), বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) এবং বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের পর পঞ্চম প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)-কে এ আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন, ২০১৮তে অন্তর্ভুক্তির ফলে অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তারা বিসিকের মাধ্যমে ট্রেড লাইসেন্স, জমি নিবন্ধন, নামজারি, পরিবেশ ছাড়পত্র, নির্মাণ অনুমোদন, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সংযোগ, টেলিফোনই সংযোগ, বিস্ফোরক লাইসেন্স, বয়লার সার্টিফিকেটসহ সংশ্লিষ্ট সকল সেবার জন্য অনলাইনে আবেদন এবং এক জায়গা থেকেই এসব সেবা পাবেন। ফলে কোনো বিনিয়োগকারীকে প্রাথমিক অনুমোদন ও অন্যান্য সেবার জন্য আর সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরগুলোতে যেতে হবে না। বিনিয়োগকারীদের কোন্ সেবা কত দিনের মধ্যে দিতে হবে, সেটিও বিধির মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান বিসিক সূচনালগ্ন থেকেই তৃণমূল পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিকাশে মুখ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে। শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের নিবন্ধন প্রদান, লবণ শিল্পের উন্নয়ন, প্রকল্প বাস্তবায়ন, উদ্যোক্তা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি, শিল্পায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উদ্যোক্তাদের নিজস্ব তহবিল থেকে ঋণ প্রদান ও উৎপাদিত পণ্য বিপণনের জন্য দেশে-বিদেশে মেলার আয়োজন, নতুন নকশা ও নমুনা উদ্ভাবন, উদ্ভাবিত নকশা ও নমুনা বিতরণ, মধু শিল্পের উন্নয়নসহ সম্প্রসারণমূলক নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে বিসিক।

বর্তমানে সারাদেশে বিসিকের ৭৬ টি শিল্পনগরী রয়েছে। এছাড়া ২০৩০ সালের মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে গুরত্বপূর্ণ এলাকায় ২০ হাজার একর জমিতে ৫০টি পরিবেশবান্ধব শিল্পপার্ক স্থাপনের মহাপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে বিসিক। ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইনে বিসিকের অন্তর্ভুক্তির ফলে এসব শিল্পনগরীতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির পথ সুগম হবে।

#

বারিক/মামুন/খোরশেদ/১৫৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৬৬৮

**রেলও‌য়ে‌তে বৃক্ষ‌রোপন কর্মসূচীর উদ্বোধন, ‌ঈদে থাক‌ছে না কোনো বাড়‌তি আ‌য়োজন**

**-‌রেলপথ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ শ্রাবণ (২১ জুলাই) :

রেলপথ মন্ত্রী ‌মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন বলেছেন, ঈদ উপল‌ক্ষে রেলও‌য়ের আলাদা কোন আ‌য়োজন নেই। ঈদকে সামনে রেখে যাত্রীর চাপ বাড়লেও রেলওয়ে কোন বাড়তি যাত্রী পরিবহন করবে না। বর্তমানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে যেভাবে চলছে ঈদেও একইভাবে ট্রেন চলবে'।

আজ সকা‌লে কমলাপুর রেলও‌য়ে স্টেশ‌নের শহরতলী প্লাটফর্মে (নারায়ণগঞ্জগামী) বৃক্ষ‌রোপণ কর্মসূচীর উদ্বোধনশে‌ষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন রেলপথ মন্ত্রী।

এ সময় মন্ত্রী আরো বলেন, 'বর্তমানে যে কয়টি ট্রেন চলছে ঈদের মধ্যেও সে কটি ট্রেন চলবে। বিশেষ ট্রেন বাড়ানো হবে না। সরকার ঈদ উপল‌ক্ষে মানু‌ষের গ্রা‌মের বাড়ী যাওয়া‌কে নিরুৎসা‌হিত কর‌ছে। কা‌জেই আমরা ট্রেন বাড়া‌বো না। রেলপথ মন্ত্রী ক‌রোনা সংকট থে‌কে নি‌জে‌দের রক্ষার জন্য যে যেখা‌নে আ‌ছে সেখা‌নে থাকার আহ্বান জানান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সেলিম রেজা, বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মো.শামসুজ্জামানসহ রেলের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ ।

#

শরিফুল/মামুন/মাসুম/খোরশেদ/১৪২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৬৬৭

**তৈরি পোশাক শিল্পের বর্তমান বাজার সংরক্ষণের পাশাপাশি নতুন বাজার অনুসন্ধানের নির্দেশনা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর**

ঢাকা, ৬ শ্রাবণ (২১ জুলাই) :

করোনা মহামারির কারণে সৃষ্ট বিশ্বপরিস্থিতিতে দেশের রপ্তানি আয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে তৈরি পোশাক শিল্পের বর্তমান বাজার সংরক্ষণের পাশাপাশি নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধানের জন্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের প্রতি আহবান জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন।

গতকাল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ হতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের সাথে এক ভার্চুয়াল সভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ আহবান জানান।

এসময় ড. মোমেন নতুন নতুন শ্রম বাজার খোঁজার জন্য রাষ্ট্রদূতদের প্রতি অনুরোধ করেন। তিনি করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের প্রনোদনা প্যাকেজসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ স্ব স্ব দেশের সরকার ও প্রবাসীদের অবহিত করার জন্য বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় বহি:বিশ্বে বাংলাদেশের বিপক্ষে নেতিবাচক প্রচারণার বিষয়েও রাষ্ট্রদূতদের সতর্ক থাকার অনুরোধ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী উল্লেখ করেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে সরকার করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসা প্রদানের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতি ও উন্নয়নের চাকা সচল রাখতে সক্ষম হয়েছে। তিনি বলেন, দেশের অর্থনীতিতে সাময়িকভাবে যে চাপের সৃষ্টি হয়েছে তা মোকাবিলায় ১২.১১ বিলিয়ন  মার্কিন ডলারের প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে।  প্রায় ৫ কোটি মানুষের হাতে নগদ সহায়তা তুলে দেওয়া হয়েছে।

ড. মোমেন বলেন, দেশের তৈরি পোশাক কারখানাগুলো বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ও আইএলও’র নির্দেশনা মেনে উৎপাদন অব্যাহত রেখেছে।  তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে কিছুদিন পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৬৫ পিচ লাখ পিপিই রপ্তানি করা হয়েছে। দেশের ঔষধ শিল্পের অভাবনীয় উন্নতির ফলে করোনা চিকিৎসায় বিভিন্ন ঔষধ উৎপাদন ও রপ্তানি অব্যাহত রয়েছে।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো: শাহরিয়ার আলম এবং পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এ ভার্চুয়াল অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া বিজিএমই’র সভাপতি ড. রুবানা হক ভার্চুয়াল সভায় সংযুক্ত ছিলেন।

ড. রুবানা হক তৈরি পোশাক শিল্পের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে রাষ্ট্রদূতদের অবহিত করেন এবং তাদের সহযোগিতা কামনা করেন। রাষ্ট্রদূতগণ সব ধরনের সহযোগিতা প্রদানের বিষয়ে বিজিএমই’র সভাপতিকে আশ্বস্ত করেন।

এ ভার্চুয়াল সভায় যুক্তরাজ্য, ইতালি, ফ্রান্স, সুইডেন, বেলজিয়াম, গ্রিস, স্পেন, পর্তুগাল, নেদারল্যান্ডস, জার্মান, সুইজারল্যান্ড এবং অস্ট্রিয়ায় নিয়োজিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতগণ অংশগ্রহণ করেন।

#

তৌহিদুল/মামুন/মাসুম/১৪০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৬৫

**জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৬ শ্রাবণ (২১ জুলাই) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। মৎস্যসম্পদের টেকসই উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে এ উদ্যোগ সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

কোভিড-১৯ মহামারিজনিত বৈশ্বিক সংকটের মধ্যেও দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা সমুন্নত রাখতে মুজিব শতবর্ষের চেতনায় একাত্ম হয়ে এবারের জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের প্রতিপাদ্য ‘মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি করি, সুখী সমৃদ্ধ দেশ গড়ি’ যথার্থ এবং তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে রুপান্তরে মৎস্যখাতের অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সংশ্লিষ্ট সকলে আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে কাজ করবেন- এটাই দেশবাসীর প্রত্যাশা।

“মাছে ভাতে বাঙালিˮ- বাঙালির শাশ্বত এই পরিচয়েই নিহিত রয়েছে আমাদের জাতীয় জীবনে মৎস্যের গুরুত্ব। দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচনসহ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে মৎস্য খাতের ভূমিকা অপরিসীম। সরকার মৎস্য খাতের বিপুল সম্ভাবনা ও গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে এর উন্নয়নে বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করছে। এ সেক্টরের উন্নয়নে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের প্রচেষ্টা, টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সহযোগিতার বিষয়টি প্রশংসনীয়।

মৎস্য খাতের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে মৎস্যচাষ যান্ত্রিকীকরণ ও নিবিড়করণের পাশাপাশি দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছসহ দেশীয় প্রজাতির মৎস্য রক্ষায় পদক্ষেপ নিতে হবে। তাছাড়া উন্মুক্ত জলাশয়ের পরিবেশ ও প্রতিবেশের উন্নয়নসহ জলজ দূষণ রোধকল্পে আরো কার্যকর ও সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি বলে আমি মনে করি। সরকারের সমুদ্র বিজয়ের মাধ্যমে অর্জিত বিশাল সমুদ্র এলাকায় সুনীল অর্থনীতির অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে বঙ্গোপসাগরে মৎস্য জরিপের কার্যক্রম পরিচালনা করায় আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এরই ধারাবাহিকতায় সামুদ্রিক মৎস্যের মজুদ নিরূপণ, যথাযথ সংরক্ষণ ও বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে দেশবাসী প্রত্যাশা করে।

আমি জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২০ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

আজাদ/মামুন/মাসুম/খোরশেদ/১৩০০ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৬৬৬

**জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৬ শ্রাবণ (২১ জুলাই) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২০ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“প্রতি বছরের মতো এবারও জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২০ উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি দেশের মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীসহ মৎস্যখাত সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মৎস্যখাত আওয়ামী লীগ সরকারের একটি অন্যতম অগ্রাধিকারভুক্ত খাত। বৈশ্বিক মহামারিজনিত প্রতিকূল পরিবেশে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা এ খাতে পরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছি। মাঠ পর্যায়ে মৎস্যচাষি এবং সম্প্রসারণ কর্মীগণ উৎপাদন ব্যবস্থা সচল রাখতে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। প্রাকৃতিক জলাশয়ের সুষ্ঠু ব্যস্থাপনা, জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশবান্ধব ও উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর কার্যক্রম গ্রহণের ফলে দেশ আজ মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী বিগত ১০ বছরের হিসেবে মৎস্য উৎপাদন প্রবৃদ্ধিতে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে ২য়। দেশের সাফল্য আজ বিশ্ব পরিমণ্ডলেও স্বীকৃত। ইলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে ১ম, অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ আহরণে বাংলাদেশ ৩য় এবং বদ্ধ জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে ৫ম। এসবই আমাদের সরকার কর্তৃক মৎস্য উন্নয়নে গৃহীত সময়োপযোগী ও যথোপযুক্ত কার্যক্রমের প্রতিফলন।

আমরা ইতোমধ্যে সমুদ্র সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার সুনিশ্চিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। এ লক্ষ্যে গবেষণা ও জরিপ জাহাজ ‘আর ভি মীন সন্ধানী’ কর্তৃক জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। লং লাইনার ও পার্সসেইনার নৌযানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক জলসীমায় টুনা এবং এ জাতীয় মৎস্য আহরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি করা টেকসই উন্নয়নের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্যখাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। এ লক্ষ্যে করোনা ভাইরাসের কারণে বিশ্বব্যাপী মহামারি পরিস্থিতিতে দেশের প্রতিটি জলাশয়ে আমি মাছ চাষের আহ্বান জানাই।

সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম-আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে, ইনশাআল্লাহ। প্রতিষ্ঠিত হবে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবন লালিত ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ।

আমি জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২০ উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

সরওয়ার/মামুন/খোরশেদ/১৩০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না